[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের মনোনয়নপত্র জমা

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে বুধবার (৯ নভেম্বর) দুপুরে আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ প্যানেল তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

সভাপতি সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভাকেট খ ম হারুন ইমতিয়াজ বিন জুয়েল, সহসভাপতি পদে অ্যাডভাকেট নজরুল ইসলাম, অ্যাডভাকেট গোলাম মোস্তফা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভাকেট কেএম নুরুল হাসান রঞ্জু, অ্যাডভাকেট শাহরিয়ার মাহমুদ শাওন, কোষাধ্যক্ষ পদে অ্যাডভাকেট রোকেয়া খাতুন, গ্রন্থগার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে অ্যাডভাকেট নুর জামাল।

এছাড়া নির্বাহী সদস্য পদে অ্যাডভাকেট সাইফুল ইসলাম, অ্যাডভাকেট মোশাররফ হোসেন, অ্যাডভাকেট রুথ শোভা মন্ডল, অ্যাডভাকেট মিরাজুল ইসলাম, অ্যাডভাকেট আবুল হাসেম, অ্যাডভাকেট ফয়সাল নাসরুল্লাহ কনক এবং অ্যাডভাকেট রফিকুল ইসলাম রুবেল।

নির্বাচন কমিশনের দায়ীত্বপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভাকেট বিমল কুমার বিশ্বাসের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এসময় অন্যদের মধ্যে খন্দকার একরামুল হক হীরা, মেহেরপুর জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভাকেট পল্লব ভট্টচার্য, অ্যাডভাকেট একেএম শফিকুল আলম, অ্যাডভাকেট ইব্রাহিম শাহিন, অ্যাডভাকেট ইয়ারুল ইসলাম, খন্দকার আব্দুল মতিনসহ আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচনে ১৫ টি পদে ১২৬ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। আগামী ২৫ নভেম্বর মেহেরপুর জেলা আইনজীবী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের নির্বাচন সম্পন্ন লিংকন সভাপতি, পাভেল সম্পাদক

আড়ম্বর পরিবেশে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের দ্বি বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল রবিবার (৬ নভেম্বর) বার্ষিক নির্বাচনে এম এ লিংকন সভাপতি ও এমএন পাভেল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচনে সভাপতি পদে এমএ লিংকন পেয়েছেন ৮ ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জুলফিকার আলী কানন পান ৬ ভোট ও অপর প্রার্থী হারুন অর রশিদ রবি পেয়েছেন মাত্র ১ ভোট, সাধারণ সম্পাদক পদে ৯ ভোট পেয়ে এমএন পাভেল নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লিটন মাহমুদ পান ৬ ভোট।

নির্বাচনে অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বাসসের মেহেরপুর প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, চ্যানেল নাইনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু নাসের চৌধুরী, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম, সিনিয়র সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশ, মাজেদুল হক মানিক।

নির্বাচনে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনের দায়ীত্ব পালন করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ত্ব সিরাজুল ইসলাম। এছাড়া নির্বাচন কমিশন ছিলেন আবুল কাশেম অনুরাগী ও বদরুজ্জামান লাল্টু।

কোটচাঁদপুরের বহরমপুর

মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিয়,চেয়ারম্যান প্যানেল জয়ী

উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল কোটচাঁদপুরের বহরমপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির নির্বাচন। সোমবার ওই বিদ্যালয়ের কক্ষে এ ভোট নেয়া হয়। নির্বাচনে চেয়ারম্যান পক্ষের পূর্ন প্যানেল জয়ী হয়েছেন।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রিজাইটিং কর্মকর্তা রতন মিয়া জানান, উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ বিদ্যালয়ে ৪ পদের জন্য লড়াই করছিলেন ৭ জন প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী। যার মধ্যে আব্দুল জলিল,আসাদুল ইসলাম, আব্দুল জলিল, আব্দুল মালেক,নাসির উদ্দিন,মফিজুর রহমান,শরিফুল ইসলাম।

এরমধ্যে চেয়ারম্যান প্যানেলের আব্দুল জলিল, আব্দুল মালেক,আসাদুল ইসলাম মফিজুর রহমান। এছাড়া ওই প্যানেলের মহিলা প্রার্থী নাজমা আক্তার বিনা প্রতিদ্বন্তিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ১৪৩ টি। এরমধ্যে পোল হয়েছে ১২৭ ভোট। সোমবার সকাল ১০ টায় ভোট গ্রহন শুরু হয়। যা চলে একটানা বিকাল ৪ টা পর্যন্ত।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মঞ্জু বিজয়ী

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মাহফুজুর রহমান মঞ্জু ৬৩ ভোট বেশি পেয়ে বেসরকারিভাবে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। সোমবার সকাল জেলার ৪ টি ভোট কেন্দ্রে এ ভোট অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী

মাহাফুজুর রহমান মুঞ্জ মোটরসাইকেল মার্কায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৫৬, জীবননগর উপজেলায় ৮৬, দামুড়হুদা উপজেলায় ৯০ ও আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৯০ ভোটসহ মোট ৩১২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিন্বন্দী চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক আরিফিন আলম রঞ্জু ঘোটা প্রতিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় পেয়েছেন ৬১ ভোট। এ ছাড়া জীবননগর উপজেলায় পেয়েছেন ৩০, দামুড়হুদা উপজেলায় ২৮ ভোট ও আলমডাঙ্গা উপজেলায় ১৩০ সহ সর্বমোট ২৪৯ ভোট পেয়েছেন।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ নির্বাচনে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে (জীবননগর উপজেলা) সদস্য পদে ৬৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন মোসাবুল ইসলাম লিটন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কবির আহম্মদ পেয়েছেন ৪০। এ ছাড়া সদস্য পদে মিতা খাতুন পেয়েছেন ১৪ ভোট।

সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ইভিএম-এ এই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। জীবননগর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. মেজর আহাম্মেদ বলেন, সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ৪ নম্বর ওয়ার্ডে সদস্য পদে ৬৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন মোসাবুল ইসলাম লিটন।

এদিকে ৩ নম্বর ওয়ার্ডে (দামুড়হুদা উপজেলা) সদস্য পদে ৫৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন সিরাজুল ইসলাম। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শফিউল কবির পেয়েছেন ৩৮ ভোট। এ ছাড়া সদস্য পদে লস্কর আলী পেয়েছেন ২৩ ভোট।

এদিকে সংরক্ষিত সদস্য পদে ৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৯৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন কহিনুর বেগম। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিরিনা পারভিন পেয়েছেন ৮৬ ভোট।

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ নির্বাচনে

স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী বিজয়ী

গত ১১ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে জেলা পরিষদে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এম হারুনর রশীদ।

বেসরকারী ফলাফলে তিনি পেয়েছেন ৪৭৮ ভোট এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আওয়ামী লীগ মনোনিত সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস পেয়েছেন ৪৬৩ ভোট। জেলা পরিষদে মোট ৯৫৪ ভোটের মধ্যে ৯৪১ ভোট পোল হয়েছে।

সোমবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে কঠোর নিরাপত্তা, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ উৎসবমূখর পরিবেশে বিকাল ২টা পযর্ন্ত জেলার ৬টি উপজেলায় ৬টি ভোট কেন্দ্রের মাধ্যমে এভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কেন্দ্রে ভোট গ্রহন বিলম্বিত হওয়ায় ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম এবং পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আশিকুর রহমান ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

আগামীকাল ১৭ অক্টোবর মেহেরপুর জেলা পরিষদ ভোট

আগামীকাল সোমবার (১৭ অক্টোবর) মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচন। নির্বাচনকে ঘীরে প্রার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ উৎকন্ঠা থাকলেও নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণভাবে গ্রহণের লক্ষে ভোট কেন্দ্রগুলোতে সব ধরণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচন আওয়ামীলীগ দলীয় প্রার্থী

অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম কাপ পিরিচ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল আনারস প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।

১ নং ওয়ার্ড (মুজিবনগর) সাধারণ সদস্য পদে মো: আলমাস হোসেন (তালা প্রতীক), আজিমুল বারী (টিউবওয়েল), আবু হাসান (অটোরিকসা) ও সোহেল রানা (বৈদ্যত্যিক পাখা)।

২ নং ওয়ার্ড মেহেরপুর (সদর উপজেলা) আব্দুল কুদ্দুছ (তালা প্রতীক), ইমতিয়াজ হোসেন মিরন (টিউবওয়েল প্রতীক) ও রফিকুল ইসলাম (বৈদ্যত্যিক পাখা প্রতীক)।

৩ নং ওয়ার্ড (গাংনী) জাহাঙ্গীর আলম (বৈদ্যত্যিক পাখা প্রতীক) মিজানুর রহমান (টিউবওয়েল প্রতীক) মজিরুল ইসলাম মিয়া (অটোরিকসা প্রতীক) ও হাফিজুর রহমান (তালা প্রতীক)।

সংরক্ষিত নারী সদস্য ১ নং ওয়ার্ড (সদর-মুজিবনগর) উম্মে সালমা সুলতানা (ফুটবল প্রতীক) নারগীছ আরা (মাইক প্রতীক) ও শামীমা আরা বিশ্বাস (টেবিল ঘড়ি) ভোট যুদ্ধ করছেন।

প্রার্থীর প্রতিদ্বন্ধী আওয়ামীলীগ। বিশেষ করে ভোটদান কেন্দ্রগুলোতে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া পর্যাপ্ত পরিমান ম্যাজিস্ট্রেট, স্ট্রাইকিং ফোর্স পুলিশ ও আনসার সদস্য মোতায়েন করেছেন।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার আবু আনছার বলেন, নির্বাচন উৎসব মুখর এবং অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্ষ্ঠুভাবে ভোচদানের সব আয়োজন করা হয়েছে। কেউ কোনো ধরণের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে গেলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, প্রার্থীদের সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত জেলার ৩ টি ভোটকেন্দ্রের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।এবারই প্রথম জেলা পরিষদ নির্বাচনে ইভিএম পদ্ধতির মাধ্যমে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। জেলার তিনটি ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠানো হয়েছে।

নির্বাচন অফিস সূত্র জানায়, মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমী, গাংনী

উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষ এবং মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। নির্বাচন উপলক্ষে এদিকে নির্বাচনের আগের দিনে এসব ভোট কেন্দ্রের বাইরে প্রার্থীরা তাদের ব্যনার ফেস্টুন ও রং বেরঙের কাগজ দিয়ে সজ্জিতকরণ করেছেন। প্রার্থীদের পোস্টারে ছেয়ে গেছে ভোট কেন্দ্রগুলোর আশেপাশে।

কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ ও সুষ্ঠ ভোটের স্বার্থে মেহেরপুরের তিনটি ভোট কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। তিনটি ভোট কেন্দ্রে মোট ৬ ট বুথের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনকে ঘীরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের নির্বাচনে মোট ২৯৩ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

জেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে শনিবার বিকালে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী আব্দুস সালাম, স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী গোলাম রসুল। এসময় বিভিন্ন ওয়ার্ডের সধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত নারী সদস্যরা।

নির্বাচনের প্রার্থীরা আসন্ন নির্বাচন নিয়ে নানা ধরণের সংকার কথা তুলে ধরেন। নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের আশ্বাসন প্রদান করেন।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নাজমুল হুদা,জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোঃ আবু আনছার।

মতবিনিময় সভায় জেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সংরক্ষিত নারী সদস্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ইভিএম বিষয়ে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ

আর মাত্র ১ দিন পর মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচন। নির্বাচন সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ইভিএম বিষয়ে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শনিবার বিকালে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষ হয়। এর আগে গতকাল শুক্রবার সকালের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

জেলা পরিষদ নির্বাচনের দায়িত্ব প্রাপ্ত সহকারি রিটার্নিং অফিসার ও মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ আবু আনছার প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২ দিনের এই প্রশিক্ষণে ২৪ প্রস্তাবিত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ইভিএম বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

মুজিবনগর প্রেসক্লাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী গোলাম রসুলের মতবিনিময়

১৭ অক্টোবর মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী গোলাম রসুল।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার সময় জেলা পরিষদ ডাকবাংলো সূর্যদয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় কালে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী গোলাম রসুল বলেন, তৃণমূল থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত হবে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় এবার নির্বাচন হবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পদ্ধতিতে ভোট গ্রহন করা হবে। জেলার তিন উপজেলায় তিনটি কেন্দ্ৰ স্থাপন করা হবে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। ফলে ভোট কারচুপি করার কোন সুযোগ নেই। এবং ভোটারদের ভয় পাওয়া বা সংকোচ প্রকাশের কনো কারণ নেই।

এসয়য় তিনি আরো বলেন, অন্যান্য ভোটে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় মনোনয়ন দিয়ে নৌকা প্রতীক দিয়েছেন । কিন্তু জেলা পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দিলেও নৌকা প্রতীক দেয়নি। ফলে সকলেই জেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে পারছেন।

আমি দলীয় শৃংখলার মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেছি। এবারের নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরেপেক্ষ হবে এমন প্রত্যাশা রেখে ভোটারদের অভয় দেয়ার জন্য কাউন্সিল করার আহবান জানান নির্বাচন কমিশনের প্রতি। নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হলে তার বিজয় নিশ্চিত বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

মতবিনিময় সভায় মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসী ওমর ফারুক প্রিন্স,সাধারণ সম্পাদক শেখ শফি,সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান,অর্থ সম্পাদক উজ্বলসহ সকল সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দরা উপস্থিত

□□□□□□